টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক
জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা
★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।
জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই পৌষ বুধবার, ১৩৭৫ ইং 1st Jan. 1969 | ৩২শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।
সলতেহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

এই তো খেলার দিন—
ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন।
উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
কর্ম্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই পৌষ বুধবার সন ১৩৭৫ সাল।

॥ পশ্চিমবঙ্গের জ্ঞানগঙ্গা ॥

—০—

পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশার কথা আমরা বারান্তরে লিখিয়াছি। অতঃপর এই হতভাগ্য রাজ্যের জ্ঞান-গঙ্গালাভের উপক্রমণিকা দেখাইয়া আপাততঃ এই 'সিরিজ'-এর উপসংহার টানিতেছি।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর হইতে এই রাজ্যে বহুবিধ সমস্যা রাজ্যকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। একের পর এক পঞ্চবার্ষিক যোজনার মাধ্যমে সমস্যাগুলির কিছু কিছু সমাধানের চেষ্টা করা হইতেছিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আর্ত আবেদনে কেহ কর্ণপাত করেন কি? সংবাদে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ যোজনার জন্য ৬৬৪ কোটি টাকার অঙ্কটি ৩২৪ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার মধ্যে কেন্দ্রের দায় প্রায় ২২০ কোটি টাকার বেশী নয়। এত কম বরাদ্দে এই রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব কিনা তাহা রাষ্ট্রকর্ণধারদের ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। অথচ শুনা যাইতেছে যে, উত্তর-প্রদেশ, বিহার, মাদ্রাজ রাজ্যগুলিতে চতুর্থ যোজনায় বরাদ্দ অর্থের অঙ্ক পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক বেশী। তাই সকলের মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে, উল্লেখিত রাজ্যগুলি কি পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অধিকতর সমস্যাকীর্ণ? চতুর্থ যোজনার প্রারম্ভিক বৎসরেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে চলিতেছে অসন্তোষ ও ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া টানাটানি। রাজ্যের সচিবদের লইয়া মুখ্যসচিব মহাশয় গালে হাত দিয়া ভাবিতেছেন—কী করিয়া অতি সীমিত অর্থকে নানাদিকে বণ্টন করা যায়। সচিবগণ বলিতেছেন চাহিদামত অর্থ না পাইলে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ব্যাহত হইবে।

মানিয়া লওয়া গেল যে, তাহা সত্যই অসম্ভব। তবে পরিবারের কর্তার অতি সীমিত উপার্জন সুগৃহিণীপনায় কোন রকমে সংসার চালানর পক্ষে যথেষ্ট। দরিদ্রের ঘর হইলেও সেখানে অশান্তি থাকে না। বিপরীত পক্ষে, কোন ব্যক্তি দক্ষিণ ও বাম হস্তের উপার্জনেও পাত্তা পান না। এক ছন্নছাড়া দৈন্য তাঁহার সংসারে বিরাজ করে। পরিচালনার ত্রুটির জন্যই সেখানে নিত্যদারিদ্র্য বিরাজমান। আমাদের সততার অভাবও একটি বড় সমস্যা। চুণোপুঁটি হইতে আরম্ভ করিয়া বাঘা আড় পর্যন্ত সকলেই চায় গিলিতে। অসাধুতা আজ দুরপনেয় প্রবৃত্তি। ব্যবসায়, চাকুরী সর্বত্রই এই মারাত্মক বিষ। এই বিষে জর্জরিত হইয়া বহু কাজে ও কর্মে দেশের অর্থসম্পদ কীভাবে অপচয়ের অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময় জন্মে। তাই রাজ্য ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নিত্য নূতন ঝঞ্ঝাট। কালো টাকা আজ কার না হাতে পড়িতেছে? চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী সকলেই ইহাতে স্ফীত। সরিষার মধ্যে ভূত থাকিলে কাহার কি করিবার আছে? অনেক গদিয়ান প্রভু আছেন, যাঁহারা ধোয়া তুলসীপাতা নন। চতুর্থ যোজনায় বাংলার ভাগ্যে যে ছিটে ফোঁটা অর্থ বরাদ্দ জুটিয়াছে, তাহাকেই কর্মনিষ্ঠা ও নৈতিক নিষ্ঠা লইয়া কাজে লাগান হউক। চমকপ্রদ ফল পাওয়া যাইবে না সত্য, কিন্তু একটা সান্ত্বনা থাকিবে, ইহা সততার মধ্য দিয়া কাজে নিয়োজিত হইয়াছে। আসলে নৈতিক চেতনা আমাদের যদি না থাকে তবে, এই দুর্দশাগ্রস্ত রাজ্য তাহার অন্তিমক্ষণ অচিরেই ঘোষণা করিবে।

পশ্চিমবঙ্গের জ্ঞান-গঙ্গালাভের আর একটি সুপ্রশস্ত পথ বহুবিলম্বিত, ঢক্কানিনাদিত ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা। সকলেই জানেন, বন্দর ও শহর কলিকাতার নাভিশ্বাস ঘটাইবার পক্ষে ফরাক্কা বাঁধের গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। এই প্রকল্পে যেদিন হাত পড়িল সেদিন বাংলার জনগণ শৃঙ্খলিত সিরাজউদ্দৌলার ন্যায় হয়ত 'পাত্র পাব, মিত্র পাব; বন্দী গান গাইবে, নকীব নাম হাঁকবে—দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়বে কীর্তি-র স্বপ্ন দেখিয়াছিল। গঙ্গার জল অনেক বহিয়া গেল; দেশের অর্থও সেই প্রবাহের সঙ্গে মিশিল। ফরাক্কার কাজ শ্লথ গতিতে চলিতেছে। ইহার উপর বিষফোঁড়া—পাকিস্তানের গঙ্গাজলে ভক্তি। আলোচনা বৈঠকের অন্ত নাই; আসল কাজও তত বিলম্বিত। ফরাক্কা লইয়া সাম্প্রতিক পাক-ভারত বৈঠকের পর পাক নেতা জাফরী সাহেব খোশমেজাজ দেখাইয়াছেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে, ১৯৬১ সালে লণ্ডনে কমনওয়েলথ মন্ত্রী সম্মেলনে গিয়া ভারতীয় রাজ-নীতির জ্যোতিষ্ক স্বর্গত নেহরু আয়ুব খাঁর নিকট পাকিস্তানের গঙ্গাজলের দাবী মানিয়া লইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

তবে কি ফরাক্কা বাঁধ পরিত্যক্ত হইবে? ভারত সরকার ইহা নিশ্চয়ই চাহেন না। পশ্চিমবঙ্গের দফা ঠাণ্ডা হইলে সমগ্র দেশের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই কল্যাণকর হইবে না। তাহা হইলে কি ভারত পাকিস্তানী আবদার মিটাইতে সাধ্যাতীত অঙ্কের টাকা দিয়া পাক-গোঁসা দূর করার চেষ্টা করিবেন? অথবা যাহাই হউক, ফরাক্কার কাজ সম্পূর্ণ করা হইবে? সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ফরাক্কা বাঁধের কয়েকটি থামে ফাটল দেখা দিয়াছে। সংশ্লিষ্ট মহল ইহাতে চিন্তিত। আর দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছে বাংলার মানুষ। ফাটলগুলির জন্য কাজ আরও পিছাইয়া যাইতে বাধ্য। কেনই বা এমন হইল? যে কলাকুশলীর নৈপুণ্যে অথবা যে তদারককারীর উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে এই বিপর্যয়, তাহার সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন। ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধে ফাটলের কথা আমরা জানি। ফরাক্কা বাঁধের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে কারিগরী বা মালমশলা সংক্রান্ত ত্রুটি থাকা মারাত্মক অপরাধ। সরকারকে ইহার জন্য সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নহিলে পশ্চিমবঙ্গকে তথা বাঙালীকে অবনতির চরম দুর্দশায় ঠেলিয়া দেওয়া হইবে।

আরও একটা কথা, যুক্ত, বিযুক্ত সকল ফ্রন্টের নেতারা একবার এই রাহুগ্রস্ত পশ্চিম বাংলার কথা ভাবুন। দলীয় স্বার্থরক্ষায় ভোট প্রত্যাশী হউন তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু দিনের পর দিন বাঙালী নানাদিক দিয়া মার খাইতেছে ও মরিতেছে, তাহার জন্য তাঁহারা কিছু ভাবিতেছেন কি? দেশ তথা দেশবাসীর স্বার্থ আর ভোট তথা দলের স্বার্থপূরণ—কোন্‌টি বেশী? 'চোখের নজর কম হলে আর কাজল দিয়ে কী হবে'?

নব-বর্ষের সূচনা

॥ মৃ. চ. ॥

উনিশ শো উনসত্তরের জোরাল খবর—
অ্যাপোলো-অষ্টম যান আনিয়াছে সম্মান,
মার্কিণ মুল্লুক কত তৎপর।
অ্যাপোলোরা পর পর আরো তিন সহোদর
চন্দ্রলোকে পাড়ি দেবে শুনেছি বারতা ;
বোরম্যান সাব্বাস, লোভেল ও এণ্ডার্স
কী বাহবা দিই ভাই, কী কহিব তা।
ইস্রায়েলী হানা চলে বেরুটে বিমান জ্বলে,
নিরাপত্তা পরিষদে কতই না ক্ষোভ ;
থামে না ভিয়েতনাম মার্কিনী বদনাম,
আছে সেথা জনসনী প্রচণ্ড লোভ।
পোক্ত আয়ুবশাহী ছাড়িতেছে পরিত্রাহি
ঢাকায় চলিছে হায়, কত কায়দা ;
ফরাক্কা গেল গেল, সকলি গরল ভেল,
পাক-লাফে থাম ফাটে, 'ক্যা ফায়দা' ?
বছরের খপ্পরে বাংলা আবার পড়ে
নির্বাচনী যুদ্ধ এগিয়ে আসে ;
কংগ্রেসী-অকংগ্রেসী নানা ভেক নানা বেশী
জনমনে নাড়া দেয় নিষ্ফল প্রয়াসে।
যুক্তফ্রণ্ট, জনসংঘ পরস্পর চ্যুতসঙ্গ,
কংগ্রেসে হারাবার অলীকস্বপন ;
চতুর্থ যোজনায় বরাদ্দ মেটেনা হায়,
দপ্তরে দপ্তরে গোঁসাভরা মন।

স্বেচ্ছা-বন্দী

আজিমগঞ্জের জি-আর-পি সাগরদীঘি থানার বোথারা সংগ্রাম কমিটির সেক্রেটারী শ্রীমহাদেব চক্রবর্ত্তীকে তাঁহার নিজ বাসভবন হইতে ১৮-১২-৬৮ তারিখে (ট্রেণ আটক করার অভিযোগে) গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাওয়ার প্রাক্কালে অন্যান্য সদস্যবৃন্দও ট্রেণের গতিরোধ করিয়া স্বেচ্ছাবন্দী হন। নৈশ-আহারের জন্য প্রত্যেক আসামীকে পঞ্চাশ পয়সা হিসাবে মঞ্জুর করিলে তাহা আসামীগণ কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় এবং শীতকালে কোন গরম কম্বল না দেওয়ায় তাঁহারা প্রতিবাদ করেন। পরদিন লালবাগ কোর্টে জামিনে তাঁহাদের মুক্তি দেওয়া হয়। আগামী ১৮-১-৬৯ তারিখ পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবী আছে।

অধিক সুদ অর্জনের সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করুন

একটি ১০০ টাকার
ন্যাশনল সেভিংস সার্টিফিকেট
১০ বছর পরে আপনাকে এনে দেবে
১৮০ টাকা

১০ টাকা ও ১,০০০ টাকারও সার্টিফিকেট
পোষ্ট অফিসে কিনতে পাওয়া যায়

আজই আপনার পোষ্ট অফিসে
খোঁজ করুন

——প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) ২৪৪১২ (৯০)/৬৮——

ধৃতরাষ্ট্র নাট্যাভিনয়

গত ২৮-১২-৬৮ তারিখে স্থানীয় মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ রিক্রিয়েশন ক্লাব ও লাইব্রেরীর সভ্যগণের উদ্যোগে ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'ধৃতরাষ্ট্র' নাটকটি ক্লাব হলে অভিনীত হয়। অভিনয়টি এক কথায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছে বলা চলে। নিজ নিজ চরিত্রে সকলেই সু-অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে মলয়ার ভূমিকায় শ্রীমতী দাশগুপ্তের অভিনয় উচ্চ প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। মফঃস্বল মঞ্চের কথা বাদ দিলেও সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও এই রকম সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সহজ সাবলীল অভিনয় খুব কমই দেখা যায়। সমালোচনা কোরলে এইটুকু বলা যায় ধীরাজকে মাঝে মাঝে একঘেয়ে লেগেছে, অজয় নিজকে সময়ে সময়ে অন্য মনস্ক কোরে অভিনয়ের তালভঙ্গ কোরেছেন, আর সাজা পাগল ধ্রুব সাধারণ পর্য্যায়ের অভিনয়টুকু আরো প্রাণবন্ত করতে পারতেন। সর্ব্বোপরি প্রশংসার যোগ্য প্রেক্ষাগৃহের পরিবেশ। এমন অনাড়ম্বর, সুরুচিপূর্ণ পরিবেশে কোন কিছু শেষ পর্য্যন্ত দেখার সৌভাগ্য বর্ত্তমান কালে অনেকেরই হয়নি। পরিশেষে অভিনয়ের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা মহকুমা-শাসক তথা ক্লাবের সভাপতি মহাশয় এবং ক্লাবের সম্পাদক শ্রীমান্ দেবীরতন নাথকে তাঁদের এই সার্থক প্রয়াসের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং সহরবাসীর তরফ থেকে তাঁদের অনুরোধ জানাই তাঁরা যেন অনুরূপ পরিবেশে আরো কিছু সুন্দরতর নাটক পরিবেশন কোরে নাট্যামোদী-দের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

শীতে ব্যবহারোপযোগী

মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ কৃষাণ সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

কবিরাজ **শ্রীরোহিণীকুমার রায়,** বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·০০ এক টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।